যায়যায়দিন

তারিখ 24 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সাবেক প্রিন্সিপাল তালিবুর রহমানকে ঠেকাতে লাখ লাখ টাকা অপচয়

মুল মাহমুদ

নিয়ম আর দুর্নীতিতে ডুবতে বসেছে কার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তিষ্ঠানটিতে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, য়-বিক্রয়, অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা, নির্মাণ াজের ঠিকাদারিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি-নিয়মের কারণে বেহাল অবস্থা বিরাজ রছে। জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে াট হাজার শিক্ষার্থীর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম ও দুর্নীতির একটি সিন্ডিকেট তৈরি য়েছে। সেই সিন্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ধিদফতরের (মাউশি) কিছু কর্মকর্তা-র্মচারী।

দিকে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদ ০০২ সালে তৎকালীন মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও ার ভাই কমিশনার মির্জা খোকনের প্রত্যক্ষ ক্ষেপে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তৎকালীন প্রিন্সিপাল তালিবুর রহমানকে প্রিন্সিপালের দ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। রপর তার পক্ষে আইনগত ভিত্তি ও সব রনের প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও ছয় বছর ধরে াময়িকভাবে সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছে াবেক প্রিন্সিপাল তালিবুর রহমানকে। তার বিরুদ্ধে আনীত আর্থিক অনিয়মের ১৯টি অভিযোগের কোনোটিই চূড়ান্তভাবে মাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তার অপসারণ নুমোদনের জন্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পাঠানো হয়। অ্যাপিলেট বোর্ডের সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২০০৩ সালের ৯ ডিসেম্বর অপসারণ অনুমোদন না করে সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু বোর্ডের এ নির্দেশ অমান্য করে গভর্নিং বডি সোয়া দুই বছর সময় নষ্ট করে ২০০৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রিন্সিপালের বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে না বলে বোর্ডকে জানিয়ে দেয়।

এরপর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ২০০৬ সালের ২ জুলাই গভর্নিং কমিটি প্রিন্সিপাল

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১

তালিবুর রহমানের অপসারণের বিষয়টি বোর্ড থেকে অনুমোদন করিয়ে নেয়। কিন্তু বোর্ডের অপসারণ অনুমোদনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানালে ২০০৭ সালের ২২ এপ্রিলে গভর্নিং কমিটি অপসারণ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে। এর ফলে তালিবুর রহমানের স্বপদে ফিরে যেতে কোনো আইনগত বাধা থাকে না। কিন্তু গভর্নিং কমিটি তাকে ছয় বছর ধরে সাসপেন্ড রেখে অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল জিন্নাত সুলতানাকে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালাচ্ছে। তালিবুর রহমানকে ঠেকাতে ঢাকার অনামধন্য কয়েকজন আইনজীবী নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ টাকা অপচয় করা হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া এবং নির্মাণ কাজে দুর্নীতি ধরা পড়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভর্তি এবং নির্মাণ কাজ দুটোই বন্ধ রয়েছে। এ সংক্রান্ত কাগজপত্র ইতিমধ্যে জব্দ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, সাবেক প্রিন্সিপাল তালিবুর রহমানকে ছয় বছর ধরে সাসপেন্ড করে রাখায় তিনি বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তার চাকরির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়া প্রিন্সিপাল তালিবুর রহমানের বেতনের সরকারি অংশটি শুধু বন্ধই রাখা হয়নি ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

চাকরিবিধি অনুযায়ী কাউকে ১৮০ দিনের (ছয় মাসের) বেশি সময় সাময়িক বরখাস্ত করে রাখা যায় না। এর মধ্যেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দোষী সাব্যস্ত না হলে কিংবা নির্দোষ প্রমাণিত হলে চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তালিবুর রহমানের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময় ক্ষেপণ করে তাকে হয়রানি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে সাময়িক বরখাস্তকৃত সাবেক প্রিন্সিপাল তালিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শুধু রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দে হয়েছে। আমি আমার চাকরি ফিরে পে চাই। শুধু আওয়ামী লীগ শাসন আম নিয়োগ পাওয়ার কারণেই আমাকে দুর্বি হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। অথচ ১৯ সালে আমার হাত দিয়েই রংপুর ক্যান্টনমে পাবলিক স্কুল ও কলেজ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ল করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পুরস্কার দেন। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণা এবং বোর্ড এ ব্যাপারে দীর্ঘদিনেও কো পদক্ষেপ নেয়নি। আমি চিফ অ্যাডভাইজ হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এদিকে মতিঝিল মডেল স্কুল অ কলেজের অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল জিন সুলতানা যায়যায়দিনকে গতব টেলিফোনে বলেন, 'প্রিন্সিপাল তালি রহমানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়ে তাকে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করা হয়েছে উল্লেখ্য, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন না তাকে চূড়ান্তভাবে অপসারণ ক এখতিয়ার প্রতিষ্ঠানের নেই। অ্যা প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আ অনিয়মের প্রসঙ্গ তুললে তিনি এ ব্যাপ কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, কাগজপত্র আছে নিয়ে আসেন, দেখ টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জব তিনি স্বীকার করেন, প্রকৃতই কিছু শিক্ষ ভুল হয়েছিল। সেটা তারা শোধ ব দিয়েছে।